৪

শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি

Sociological Basis of Education

৪.০. শিক্ষা ও সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক
৪.১. শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও আলোচনার পরিধি
৪.২. শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের পদ্ধতিসমূহ
৪.৩. ভারতবর্ষে শিক্ষা-সমাজতত্ত্বের স্থান

৪.০. শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব (Education and Sociology)

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের চর্চা থেকে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট যে সমাজবিজ্ঞানগুলি পরস্পর যুক্ত ও নির্ভরশীল। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় **সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক, এদের প্রকৃতি ও আলোচনার পরিধি নির্ধারণ**। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে সমাজতত্ত্ব সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করে, ব্যক্তি-ব্যক্তি, গোষ্ঠী-গোষ্ঠী ও ব্যক্তি-গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এই সম্পর্ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করে। শিক্ষাও তেমনি এক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতাগুলির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। সেই বিকাশের ক্ষেত্রটি কী? এক কথায় বলা যায় সেই ক্ষেত্রটি হল সমাজ। তাই **শিক্ষাতত্ত্ব একটি আদর্শনিষ্ঠ, ফলিত সমাজতত্ত্ব**। সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষা সম্পর্কিত শাস্ত্র দুটিই সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আলোচনা করে। তবে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। কারণ জ্ঞানচর্চার ধারা হিসাবে দুটি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে দুটি বিষয়-এর আলোচনা বিস্তারিত হয়।

সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষা সমাজের কর্তব্য পালন করছে। ব্যক্তির সামাজিকীকরণ শিক্ষার প্রধান ও প্রথম কাজ। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্ক ও অন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ, পারস্পরিক আদান প্রদানের কৌশল, বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, অপ্রথাগত, প্রথাগত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগমাধ্যম ইত্যাদি ব্যক্তির সামাজিকীকরণে সহায়তা করে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের রীতি নীতি, আচার আচরণ, সামাজিক আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়, সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিকাশ লাভ করে।

শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া

শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান যেমন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবগুলিই সমাজের অভিন্ন অংশ। শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর আচরণ, মনোভাব, প্রবণতা, আগ্রহ প্রভৃতি পর্যালোচনা করা হয়। এই পর্যালোচনা বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

যেমন—বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক। পাঠ্যক্রম সামাজিক চাহিদার মূর্ত প্রকাশ। পাঠ্যক্রমকে ব্যাখ্যা করা হয় ব্যক্তি ও সমাজের আকাঙ্ক্ষার যৌথ প্রকাশ বলে। শিক্ষক সামগ্রিকভাবে শিক্ষা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। সামাজিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও পরিবহনের বিশেষ ভূমিকা এক্ষেত্রে রয়েছে। সমাজতত্ত্ব বস্তুনিষ্ঠ সমাজবিজ্ঞান হিসাবে শিক্ষার সব উপাদানগুলি পর্যালোচনা করে। বিদ্যালয়-কে জন ডিউই— "a purified, simplified, better balanced, graded and vitalised society."— বলে বর্ণনা করেছেন।

শিক্ষা বিভিন্ন উপাদান ও

সমাজতত্ত্ব সমাজবীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির আলোচনা করে। যেমন সামাজিক পরিবর্তন। সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার হল "শিক্ষা"। সুতরাং সামাজিক সংগঠন ও কার্যপরিচালনার পরিবর্তন নির্ভর করে শিক্ষা এবং শিক্ষাগত পরিবর্তনের উপর। অন্যদিকে সমাজের প্রত্যাশা ভিন্ন বিষয়টি সম্ভবপর নয়। শিক্ষাপ্রক্রিয়া একটি সার্বিক প্রক্রিয়া যা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিটি প্রেক্ষিত বিচারপূর্বক পরিচালিত হয়। পাঠ্যক্রম গঠন, মূল্যায়ন, উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন, শিক্ষক শিক্ষণ পরিচালনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি অনুসারে পরিবর্তিত ও পরিচালিত হয়। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পটভূমি এবং তার সাথে সাথে শিক্ষা প্রক্রিয়া তথা সমাজ পরিবর্তিত হয়।

সামাজিক পরিবর্তন ও শিক্ষা

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমাজতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুসমন্বিত, ঐক্যবদ্ধ সমাজগঠনের জন্য কিছু শৃঙ্খলা ও নীতি-নিয়মের প্রয়োজন। এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলির অন্যতম হল শিক্ষা। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলি সাফল্য লাভ করে।

শিক্ষা সামাজিক নিয়ন্ত্রক

এছাড়া সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক নির্ধারক সমূহের প্রকৃতি প্রভৃতি সমাজতত্ত্বের উপজীব্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন— সামাজিক শ্রেণি, কৃষ্টি, ধর্ম, প্রযুক্তি প্রভৃতি শিক্ষা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে শিক্ষা প্রক্রিয়া সামাজিক সংগঠন ও কার্যাবলির মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন গণমাধ্যম, মুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যবস্থা সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সামাজিকীকরণের সংস্থা হিসেবেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম উৎস হিসেবে অনেকে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেন। শিক্ষাই ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত বৈষম-অনুসারে বিভিন্ন পেশা গ্রহণে সাহায্য করে। শিক্ষায় সমসুযোগ ও সমানাধিকার যে-কোনো গণতন্ত্রের কাম্য

শিক্ষা ও সামাজিক যোগাযোগ

বিষয়। এর মাধ্যমেই গণতন্ত্রের পুষ্টিসাধন হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আদর্শ রক্ষায় শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোঠারী কমিশন [-এর অন্য নাম জাতীয় উন্নয়নের জন্য সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশন (1964-66)] বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করেছেন; যেমন— দারিদ্র্য, অসাম্য, মানবসম্পদের ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় প্রভৃতি। এইসব সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের অস্ত্র হিসাবে শিক্ষাকে বর্ণনা করা হয়েছে। কমিশনের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি হল "The destiny of India is being shaped in her classrooms.'— এখানে শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য গভীরভাবে প্রকাশিত।

কোঠারী কমিশন ও শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য নির্ধারণ

কোঠারী কমিশন উপযুক্ত মানবসম্পদ উন্নয়ন ও পরিকল্পনার জন্য উৎপাদনশীল বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা প্রসারের সুপারিশ করেছিলেন। জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য কমিশনের কাছে উপরোক্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত জরুরি বলে মনে হয়েছিল। পরবর্তী কালে জাতীয় শিক্ষানীতি (National Policy on Education, 1986) শিশু শিক্ষার উপর গুরুত্ব থেকে শুরু করে, শিক্ষায় সাম্য আনা, উপযুক্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে নতুন ভারত গড়ার কথা বলেছে। বিশ্বায়ন-এর ধারণাও সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে শিক্ষার ধারণার সঙ্গে। শিক্ষা একদিকে বিশ্বায়নের সহযোগী প্রক্রিয়া, অপরপক্ষে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি ব্যাপকতা লাভ করতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই। বিশ্বায়নের ভাষাতেই বলা যায়— শিক্ষা একাধারে 'বিজ্ঞান' ও 'কলা' দুটি শাখার প্রকৃতিস্বরূপ, যা ব্যক্তিকে যুগোপযোগী দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে নতুনতর পৃথিবীর চাহিদা মেটানোয় সক্ষম করে তোলে।

সমাজতত্ত্বকে বারবার বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Positive Science) বলে দাবি করা হয়েছে। সেজন্য একে মূল্যমান নির্ধারণ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু মূল্যমান বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ কখনই সামাজিক সংগঠন ও কার্যাবলিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে না। তাই ব্যক্তির চাহিদা, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মূল্যমানকেও বিবেচনা করতে হয়। তাই নৈতিক দিকগুলির বিচার বিবেচনা তাকে করতেই হয়। শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে নৈতিক দিকটির দিকে পথনির্দেশ করে। আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন শিক্ষার এই সামাজিক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ডেলর কমিশনের প্রতিবেদনে শিক্ষা ও সমাজের সম্পর্ক

"In confronting the many challenges that the future holds in store, human kind sees in education an indispensible asset in its attempt so attain the ideals of peace, freedom ..... social justice. .....education is most a miracle cure or a magic formula opening the door to a world in which all ideas will be attained, but as one of the principal

means available to foster a deeper and more harmonious form of human development and thereby to reduce poverty, exclusion, ignorance, oppression and war."

Learning : The Treasure within
UNESCO, Paris -1996

[ভবিষ্যতের অনেক কঠিন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য মানুষ শিক্ষাকেই হাতিয়ার করছে। কারণ এর সাহায্যেই শান্তি, স্বাধীনতা ও সামাজিক বিচার লাভ করা যাবে। ..... কিন্তু শিক্ষা প্রক্রিয়া পৃথিবীর সকল আদর্শ প্রকাশ ও অর্জন করার কোনো অলৌকিক সূত্র নয়। এটি মানুষের সার্বিক বিকাশের সহায়ক প্রধান অস্ত্র। এর সাহায্যে দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, নিপীড়ন, যুদ্ধ ও বিচ্ছিন্নতা দূর করা সম্ভব]

জ্যাঁ জাঁকুই ডেলব (Jean Jacques Delors)-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিশন এই ভাবেই শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য দূর করে মানব-বিকাশের কথা বলেছেন। শিক্ষণের চারটি প্রধান উদ্দেশ্যমূলক ভিত্তি রয়েছে। সেগুলি হল "Learning to Know" (জানার জন্য শিক্ষা), "Learning to do" (করার জন্য শিক্ষা), "Learning to live together" (একত্রে বসবাসের জন্য শিক্ষা), এবং "Learning to be" (মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা)।

শেষোক্ত বিষয়টি হল ব্যক্তির জীবনযাপনের মধ্যে আদর্শ সামাজিক আদর্শ প্রতিফলিত করা। অর্থাৎ শিক্ষা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের জন্য নয়। নতুন সহস্রাব্দের সামাজিক দায়বদ্ধতার উদ্দেশ্যে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সামাজিক দায় দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়ে উঠবে। ব্যক্তি শিক্ষার মাধ্যমেই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করবে। অর্থাৎ শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত দুটি বিষয়। শিক্ষা সমাজ নির্ধারিত, সমাজের হাতিয়ার, অপরপক্ষে সমাজতত্ত্ব শিক্ষার সাহায্যে গতিশীলতা প্রাপ্ত হয়।

সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষার এই সম্পর্ক নির্ধারণ করে যাঁরা শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিকে আমাদের ভাবনার আলোয় এনেছেন সেইসব মনীষীরা হলেন—হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer), এমিল ডুর্কহেইম (Emile Durkheim), কার্ল মানহেইম (Karl Mannheim), জন ডিউই (John Dewey), মহাত্মাগান্ধি (M.K.Gandhi) প্রমুখ। এঁদের আলোচনা, পর্যালোচনা, শিক্ষা ও সমাজতত্ত্বের সম্পর্কের নৈকট্য অনুধাবন করতে আমাদের সহায়তা করেছে শুধু নয়, সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয়-এর জন্ম দিয়েছে "শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব"(Educational Sociology) বা "শিক্ষার সমাজতত্ত্ব" (Sociology of Education)।

৪.১.১.শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব—প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and chractristics of Educational Sociology)

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের উৎস হল শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক আগ্রহ। সমাজতত্ত্বের বিশেষ শাখা রূপেই এর আবির্ভাব। এই শাখার জন্মকাল ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ যার সূচনা করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন ডিউই (John Dewey 1859–1952) ও ফ্রান্সে এমিল ডুর্কহেইম (Emile Durkheim, 1859–1917)। ডিউই বিদ্যালয় ও সমাজের সুস্পষ্ট যোগাযোগ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই সঙ্গে তিনি শিক্ষা প্রক্রিয়ায় পরিবেশ ও গৃহের প্রভাব অনুভব করেছিলেন। ডুর্কহেইমের কাছে শিক্ষা হল সামাজিক বিষয়। তাঁর মতে, একটি বিশেষ সমাজের উন্নত নাগরিক হয়ে ওঠাই ব্যক্তির জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, যার সহায়ক প্রক্রিয়া হল শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা। কাল মানহেইম (Karl Mannheim 1893–1947) ইংলন্ডে এই বিশেষ বিষয়টির প্রচলন ঘটান। তাঁর মতে শিক্ষা-সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো যারা সমাজের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে। ম্যানহেইম বিশ্বাস করতেন সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে শিক্ষার সমস্যাগুলি দূর করা সম্ভব। এপ্রসঙ্গে তিনি সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্ব উভয় বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করতে চেয়েছেন। জ্ঞানের এই নতুন শাখাটি দুটি নামেই পরিচিত— শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব (Educational Sociology) ও শিক্ষার সমাজতত্ত্ব (Sociology of Education)। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করব।

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বর সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি— সমাজতত্ত্বের পদ্ধতি, নীতি, বৈজ্ঞানিক মনোভাব যখন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব নাম দেওয়া যায়। যে সব সামাজিক আইন ও নীতিগুলি শিক্ষাকে পরিচালিত করে তার উন্নততর প্রয়োগ আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে করতে পারি শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের সাহায্যে। "Educational Sociology may be defined as the application of the scientific spirit, methods and principles of sociology to the study of Education. By such study, the social laws governing education may be obtained and applied in such ways as will improve our educational Practice"–(*Talesra*, 2007)]

হেনরী সুযাল্লো (Henry Suzzallo) প্রথম ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের পাঠদান শুরু করেন। এ বিষয়ে প্রথম পাঠ্যপুস্তক (Text book) রচনা করেন ওয়াল্টার আর স্মিথ (Walter R. Smith, 1917)। প্রথম পত্রিকা ("Journal of Educational Sociology", 1927) প্রকাশিত হয় ১৯২৭-এ। এরপর প্রকাশিত হয় Journal of social Education" (১৯৩৬)। এই সমস্ত প্রকাশনাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছিল। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজতত্ত্বকেই অনুসরণ করে। তবে তার

অভিমুখ কিছুটা ভিন্নতর। **Cook and Cook**-এর মতে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব হল, সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা প্রসূত জ্ঞান এবং তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষামূলক সমস্যা সমাধান। এই শিক্ষামূলক সমস্যার কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানব সম্পর্ক ও পার্থিব চাহিদার প্রাপ্তি। ["The application of sociological knowledge and technique to educational problem in the field of human relations and material well being." 1950] কার্ল ম্যানহেইম (Karl Mannheim) অবশ্য শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় বলে মনে করেননি। এখানে তথ্য সংগ্রহ যেমন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক তেমনি তথ্যের অনুসন্ধান করাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ম্যানহেইম ও স্টুয়ার্ট-এর মতে শিক্ষার সমাজতত্ত্বের প্রধান ব্যবহারিক দিক হল তত্ত্ব প্রণয়নের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যাগুলি থেকে মুক্তিলাভ করা।

বার্টন ক্লার্ক **(Barton Clark)** অন্য একটি মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে সমাজ ও শিক্ষা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, তাই সাধারণ সমাজতত্ত্বের বিষয়গুলি জানার জন্য শিক্ষামূলক বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য জানা আবশ্যক। কুক এন্ড কুক, বার্টন ক্লার্ক, রবার্ট স্টালকাপ (Robert Stalcup) সকলেই একবাক্যে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন—**"The application of general principles and findings of sociology to the administration and process of education. This approach attempts to apply principles of sociology to the instruction of education as a separate social unit."**

এম. এস. গোরে **(M.S.Gore)** এবং অন্যান্যরা শিক্ষার সমাজতত্ত্বকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে শিক্ষা প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে, এগুলির বিশ্লেষণ করেছেন সমাজতাত্ত্বিকরা। তাঁরা লক্ষ করেছেন, "The Sociological analysis of any concrete system of education can be conveniently organised along two dimensions– (1) A discussion of the relationship between the education system and other segments of social system. (2) A discussion of the system of education itself." (যে-কোনো শিক্ষাব্যবস্থার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়ে থাকে। প্রথমত, শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ আলোচনা।)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের দুটি প্রাথমিক শর্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি—

(ক) শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার উপএকক হিসাবে চিহ্নিত করে পর্যালোচনা করা।

(খ) সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার বিষয়গুলি বিচার বিশ্লেষণ করা।

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা আলোচনা করা কালীন পরিভাষাগত ও ধারণাগত দ্বিমত আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেমন— শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব (Educational Sociology), শিক্ষার সমাজতত্ত্ব (Sociology of Education) এবং শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি (Sociological Foundation of Education)। প্রাথমিকভাবে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞান (Educational Sociology) শব্দটিই বিশেষজ্ঞদের কাছে জনপ্রিয় ছিল। ধীরে ধীরে "শিক্ষার সমাজতত্ত্ব" (Sociology of Education) তার স্থান দখল করে। তবে দুটি বিষয়ের মধ্যে কেউ কেউ পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

ডব্লিউ টেলর **(W. Tayler)** দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এই বলে যে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বে শিক্ষা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। অপরপক্ষে সমাজতাত্ত্বিক সমস্যাগুলি শিক্ষার সমাজতত্ত্ব (Sociology of Education)-এ প্রাধান্য লাভ করে।

আর. জে. স্টালক্যাপ **(R. J. Stalcup)** এই দুটি বিষয়ের মধ্যে একই ধরনের পার্থক্যের কথা বলেছেন। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বে সমাজতাত্ত্বিক নীতিগুলি শিক্ষা পরিবেশে, শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োগকৃত হয়। অপরপক্ষে শিক্ষার সমাজতত্ত্বে সমাজতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ ঘটে শিক্ষা পরিবেশের মধ্যে। প্রথমটি (Educational Sociology) থেকেই দ্বিতীয়টির (Sociology of Education)-এর উৎপত্তি।

জি. ই. জেনসন **(J. E. Jesen)** একই পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এই পরিভাষাগত সমস্যা সমাধানে।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি— **শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব শিক্ষাপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণে সমাজতাত্ত্বিক রীতিনীতি প্রয়োগ করে থাকে। শিক্ষামূলক সমস্যাগুলিকে নতুন আলোকে দেখতে শুরু করে। সমাজতাত্ত্বিক ধ্যান ধারণাগুলি সম্বল করে নতুন পদ্ধতির জন্ম দেয়। শিক্ষার সমাজতত্ত্ব সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখে। অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই এই বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার** সমাজতত্ত্বের ধারণার উৎস।

শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি বলতে একই সঙ্গে ইতিহাস, দর্শন ও সমাজতত্ত্বকে নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রের আলোচনা করা বোঝায়। এই ধারণার ব্যাপকতা শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব বা শিক্ষার সমাজতত্ত্বের তুলনায় ব্যাপকতর।

উপরোক্ত ধারণাগুলির মধ্যে সূক্ষ্মতর পার্থক্য থাকলেও দুটি বিষয়কে সম্পূর্ণ পৃথক আলোচনার ক্ষেত্র বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। যেহেতু সমাজতাত্ত্বিকরা ক্রমশ এই বিষয়টির প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছেন, তাই শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের তুলনায় শিক্ষার সমাজতত্ত্ব অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। প্রিচার্ড ও বাক্সটন **(Prichard and Buxton, 1973)**-এর মতে শিক্ষাতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক উভয়েই একত্রিত হয়ে

বিষয়টির চর্চা শুরু করলেও ক্রমশ সমাজতাত্ত্বিকদের প্রাধান্য বিস্তারিত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৩ সালেই শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের পত্রিকাটি (Journal of Educational Sociology) নাম পরিবর্তন করে "শিক্ষার সমাজতত্ত্ব" (Journal of Sociology of Education) হয়, নতুন পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলী মূলত শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী সমাজতাত্ত্বিকদের নিয়ে গঠিত। শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব উভয় বিষয়ের বিশেষজ্ঞরাই শিক্ষার সমাজতত্ত্বে আগ্রহী হয়ে নতুন নতুন গবেষণা করতে পারেন। মরিস (Morrish, 1978) এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এই বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা শিক্ষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব জ্ঞানের উভয় শাখা থেকেই আসতে পারেন। এখানে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষা এবং শিক্ষার মধ্যে প্রচলিত সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির ব্যাপক আলোচনা চলছে এবং ক্রমেই ক্ষেত্রটি উভয় বিষয়ের বিশেষীকৃত ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করছে।

৪.১.২ শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানের পরিধি (Scope of Educational Sociology)

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানের পরিধি নির্ণয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে দুটি ধারার কথা যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের প্রভাব ও প্রকৃতি নির্ণয়ে উদ্যত হয়েছেন। এই ধারাগুলির একটির জনক বি. আর. ক্লার্ক (Burton R. Clark) অপরটি এম. এস. গোরে (M. S. Gore) ও অন্যান্যরা।

ক্লার্ক-এর মত অনুসারে শিক্ষার সমাজতত্ত্ব একাধিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্যসংগ্রহ ও জ্ঞানের উন্মেষের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রকে আলোকিত করতে পারে। তিনি চারটি ক্ষেত্রকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন যেগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধানকে সুনিশ্চিত করে।

প্রথম ক্ষেত্রটি হল শিক্ষা ও সমাজ। শিক্ষা কখনও শূন্যস্থানে গড়ে ওঠে না। সমাজের মধ্যে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ প্রভাব সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাই সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য। এখানে অর্থনীতি, সামাজিক স্তরবিন্যাস, কৃষ্টি, সামাজিক ঐক্য প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষভাবে সংযুক্ত। শিক্ষা ও সমাজের এই সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে Cross culture আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র হিসাবে ক্লার্ক চিহ্নিত করেছেন সমাজতত্ত্বে অবহেলিত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কিত আলোচনাকে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের জাল বিস্তার করছে। যেখানে সততঃই কর্মের নানা ধারা বিভাজিত হয়ে চলেছে। পেশাগত ও বৃত্তিমুখী মানবসম্পদ সৃষ্টি, নিয়োগ, বিচলন প্রভৃতি বহুমুখী ক্ষেত্রের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি সম্ভাবনাময়।

শিক্ষার সমাজতত্ত্বের তৃতীয় ক্ষেত্র হল শিক্ষামূলক সংগঠনের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া। এই সংগঠনগুলি সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারাটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। যার সাহায্যে সমাজ পরিবর্তন

সম্ভবপর। এ ছাড়া শ্রেণিকক্ষের আভ্যন্তরীণ পরিবেশও সামগ্রিক পরিবেশকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে।

চতুর্থ ক্ষেত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শিক্ষা প্রক্রিয়াকে তার বাইরে থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। শিক্ষা প্রক্রিয়া তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কীভাবে অনুশীলন করা হচ্ছে তার বর্ণনা করে। এই পর্যালোচনাগুলির মাধ্যমে শিক্ষার একটি উপব্যবস্থা (Sub System) গড়ে উঠেছে, যেখানে অপ্রথাগত বা প্রথামুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাধান্য লাভ করেছে।

শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞান-এর চারটি ক্ষেত্র (clark-আলোচিত)
[Four Areas of Educational Sociology]

শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব [Education & Sociology]	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান [Educational Institutions]	শিক্ষামূলক সংগঠন [Educational organisation]	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে শিক্ষার উপ একক [Educational Subsystems of other institution]
(ক) অর্থনীতি (Economy)	(ক) শ্রমশক্তি (Labour force	(ক) প্রথাগত সংগঠন (Formal organisation)	(ক)শিক্ষার বাইরে শিক্ষা (Education outside of Education)
(খ) সামাজিক স্তরবিন্যাস (Social	(খ) পেশা (Profession) Stratification)	(খ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দ্বারা পরিচালিত পারস্পরিক সম্পর্কেব উপসংস্কৃতি (Set of inter-related sub cultures of students and faculties)	(খ) সৈন্যদল (Millitary)
(গ) কৃষ্টি (Culture)	(গ) পেশাগত অবস্থান (Job Status)	(গ) শ্রেণিকক্ষের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসম্পর্ক (Teacher Student - relationship in classroom situation).	(গ)ব্যাবসা (Business)
(ঘ) সামাজিক ঐক্য (Social Integration)	(ঘ) বৃত্তিমুখীনতা (Occupational Integration)		(ঘ) চার্চ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
	(ঙ) পরিচলন/ বিচলন (Mobility)		
	(চ) কর্মে সাফল্য (Career)		

ভারতবর্ষের মতো দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বহুমুখীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপযুক্ত পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানাধরনের প্রতিষ্ঠান বিস্তার লাভ করছে যেমন— সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, উপজাতি প্রশিক্ষণের বিশেষ কেন্দ্র প্রভৃতি।

এম.এস.গোরে (M.S.Gore) প্রমুখ ভারতবর্ষে শিক্ষা সমাজতত্ত্বের পরিধি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এখানে শিক্ষাকে সমগ্র সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত একটি উপব্যবস্থা মনে করা হয়েছে। এদের প্রদত্ত ভারতীয় মডেল অনুসারে প্রথম ক্ষেত্রটি হল শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা। সমাজে অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্র যেমন— আত্মীয়তা, সামাজিক স্তরবিন্যাস, রাজনৈতিক সংগঠন, জ্ঞান ও জ্ঞান সম্পর্কিত মনোভাব প্রভৃতি।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হল শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্পর্কের পারস্পরিকতা, সংগঠনের প্রকৃতি, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, শিক্ষক ও পরিচালন সম্পর্ক, শিক্ষক-শিক্ষক সম্পর্ক, এমনকি শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক।

ভারতীয় পরিস্থিতির বিচারে ক্লার্ককৃত শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের চতুর্থ ক্ষেত্রটি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। যদিও আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্ব লাভ করছে। অমৃক সিং (Amrik Sing, 2004) তাঁর "The challenge of Education"-এ ভারতীয় দূরাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিক উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনে (Higher Education Summit, May 29-31 2008, Hyderabad) শিক্ষার সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২. শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের পদ্ধতি (Methods of Sociology)

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের কর্মপদ্ধতি বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। বিশুদ্ধ সমাজ বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক পদ্ধতি শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানে প্রযোজ্য নয়। পরিসংখ্যানমূলক (Statistical) পদ্ধতি, সমাজমিতি মূলক (Sociometric) পদ্ধতি, ক্ষেত্র সমীক্ষা (Survey) প্রভৃতি পদ্ধতি শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের উপযুক্ত পদ্ধতি।

৪.২.১. পরিসংখ্যান মূলক পদ্ধতি (Statistical Method)

সমাজতত্ত্ব অনুশীলন করার পদ্ধতি হিসাবে গণিতশাস্ত্র ও রাশিবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এখানে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের অনুশীলনে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের পারস্পররিক সম্পর্ক বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনার জন্য

কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে হয়। এর প্রথম পর্যায়ে একটি প্রকল্প (Hypothesis) গ্রহণ করা হয় এবং তার থেকে এক বা একাধিক সিদ্ধান্তে (Inference) উপনীত হতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রকল্পের যাথার্থ্য যাচাই করা (Hypothesis testing) হয়।

এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত গবেষণার বিষয় ব্যাপক ও বিস্তৃত হলে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত অনেকক্ষেত্রে সামাজিক বিষয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক শুধুমাত্র পরিসংখ্যান দ্বারা প্রকাশযোগ্য। তৃতীয়ত পরিসংখ্যান ভিত্তিক পদ্ধতি শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানকে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ করে তোলে। চতুর্থত সংখ্যাভিত্তিক ধারণা আমাদের কাছে সমস্যাগুলিকে স্পষ্টতর করে তোলে।

এই পদ্ধতির কয়েকটি অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন— প্রথমত, ভাষার মাধ্যমে প্রকাশমান তথ্য যতটা অর্থবহ হয়, সংখ্যা বা চার্ট বা লেখার মাধ্যমে ততটা অর্থবহ হয় না। দ্বিতীয়ত, সামাজিক ঘটনার বিভিন্ন দিক বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই সার্বিক বিচার করার সময় বিষয়টি অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যর পরিসংখ্যান ভিত্তিক প্রকাশ সম্ভবপর নয়। অনেকসময় পরিসংখ্যান ভিত্তিক তথ্য অপূর্ণতার কারণে অসম্পূর্ণ হয়। তাই এর তথ্যপ্রকাশ গবেষণার পক্ষে উপযোগী হয় না।

৪.২.২. সমাজমিতি মূলক পদ্ধতি (Sociometric Method)

হেলেন জেনিংস (Helen Jennings) সমাজমিতি মূলক পদ্ধতিটির সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। "Sociometry can be described as a means of presenting simply and graphically the entire structure relations existing at given time among members of a group. The major lines of attraction and rejection in its full scope or made readily comprehensible at a glance."

J.W.Best-এর মত অনুসারে, "Sociometry is a technique for describing social relationship that exists between individual in a group.

উপরোক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি সমাজমিতি এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে সামাজিক সম্পর্কগুলি ব্যাখ্যা করা হয়; কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে একজন ব্যক্তির অবস্থান নির্ণয় করা হয় এবং পরোক্ষ পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি কতটা জনপ্রিয় এবং কে নয়, তার বিশ্লেষণ করা হয়। দলগত গতিশীলতা (Group Dynamics) নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে-কোনো গোষ্ঠীর সংগঠনের প্রকৃতি নির্ণয়ে, বিদ্যালয় পরিবেশে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে প্রয়োগযোগ্য।